147381 - যে সমস্ত অবস্থায় দুই নামায একত্রে পড়া যায় আর হিমশৈলের কারণে দুই নামায একত্র করার হুকুম

প্রশ্ন

আমি পড়ালখোর জন্য নতুন এক শহরে বসবাসের জন্য স্থানান্তরিত হয়েছি। মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তে গিয়ে দেখতে পেলাম ইমাম মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়লেন। যদিও আমি জানি যে নামায একত্র করার কিছু কারণ আছে, তবে আমি সেগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি জানি না। তাকে আমি বিষয়টি প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির সময় নামায একত্র করেছেন। বাইরে তুষারপাত থাকার কারণে আমরা দুই নামায একত্র করলাম। তুষারপাতের সময় নামায একত্র করা কি জায়েয? নামায একত্র করার কারণগুলো কী কী? আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

বৃষ্টির কারণে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়ার পক্ষে সুন্নাহ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম (৭০৫) বর্ণনা করেন: সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেন: ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় কোনো ভীতি বা বৃষ্টি ছাড়াই যোহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন। আমি ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলাম: কেন তিনি এমনটি করলেন? তিনি উত্তর দিলেন: ‘যাতে করে তার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হয়।’

বৃষ্টিপাতের উপর কিয়াস করে তুষারপাতের কারণেও দুই নামায একত্রে আদায় করা জায়েয।

কাশ্শাফুল ক্বিনা’ গ্রন্থে এসেছে: ‘বৃষ্টির হুকুমে পড়ায় তুষারপাত ও শীতের কারণে দুই এশা (মাগরিব ও এশা) একত্রে আদায় করা জায়েয, দুই যোহর (যোহর ও আসর) নয়। হিমশৈলের কারণেও দুই এশা একত্রে আদায় করা যাবে; কারণ হিমশৈল তীব্র শীতের কারণে জমে।’

শাইখ ইবনে উছাইমিন রাহিমাহুল্লাহ শীতের কারণে দুই নামায একত্র করা প্রসঙ্গে বলেন: ‘এটা জায়েয নেই। তবে যদি শীতের সাথে এমন তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয় যা মানুষকে কষ্ট দেয় কিংবা যদি এর সাথে তুষারপাতও হয় তাহলে জায়েয। কারণ তুষারপাত নিঃসন্দেহে মানুষকে কষ্ট দেয়; এমন অবস্থায় নামায একত্রে আদায় করা জায়েয।’[পূর্ণ বক্তব্য]

জনেে রাখুন, দুই নামায একত্রে পড়ার বধৈতা দয়ে এমন ওজররে ব্যাপারে সবচয়েে বশেি প্রশস্ততা আছে হাম্বলী মাযহাবে। আমরা সইে ওজরগুলো এখানে উল্লখে করছি যাতে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারনে।

বুহূতী রাহমিাহুল্লাহ ‘কাশ্শাফুল ক্বনিা’ গ্রন্থে (২/৫) বলনে:

‘দুই নামায একত্র করা সংক্রান্ত অধ্যায়। ... যোহর ও আসররে নামাযকে দু'টরি যে কোনো একটরি ওয়াক্তে একত্রে পড়া জায়যে। মাগরবি ও এশার নামাযকে দু'টরি যে কোনো একটরি ওয়াক্তে একত্রে পড়া জায়যে। এই চার নামায একত্রে পড়া যায়। যোহররে সাথে আসর এবং মাগরবিরে সাথে এশা। ওয়াক্তদ্বয়রে যে কোনো একটরি ওয়াক্তে। প্রথমটরি ওয়াক্তে একত্র করা হলে একে বলা হয় جمع التقديم (অগ্রমি একত্রকিরণ)। আর দ্বতিীয়টরি ওয়াক্তে একত্র করা হলে একে বলা হয় جمع التأخير (বলিম্বে একত্রকিরণ)।

আট অবস্থায়:

প্রথম অবস্থা: এমন মুসাফরিরে জন্য যে নামায কসর (হ্রাস) করে পড়ে। অর্থাৎ যার জন্য চার রাকাতকে হ্রাস করা জায়যে এই শর্তে যে, সফরটি মাকরূহ বা হারাম হবে না।

দ্বতিীয় অবস্থা: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যনিি একত্রে না পড়লে তার কষ্ট হয় ও তাকে দুর্বলতা পায়। ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারীর জন্য দুই নামায একত্র পড়ার বধৈতা প্রমাণতি। 'ইস্তহিাযা' এক প্রকার ঋতুস্রাবজনতি রোগ। ইমাম আহমদ এভাবে দলীল দনে যে, অসুস্থতা সফর থকেে মারাত্মক। তনিি নজিে সূর্যাস্তরে পরে শঙ্গিা দয়িে, রাতরে খাবার খয়েে, তারপর দুই নামায একত্রে পড়ছেনে।

তৃতীয় অবস্থা: এমন দুগ্ধদাত্রী মা যাকে ব্যাপকহারে নাপাকরি কষ্টরে সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যকে নামাযরে জন্য নাপাকি থকেে পবত্রি হওয়ার কষ্ট। আবুল মা’আলী বলনে: তার অবস্থা অসুস্থ ব্যক্তরি মতোই।

চতুর্থ অবস্থা: প্রত্যকে নামাযরে জন্য পানি দ্বারা কংিবা তায়াম্মুমরে মাধ্যমে পবত্রিতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি। কারণ মুসাফরি ও রোগীর জন্য কষ্টরে কারণে নামায একত্রতিকরণরে বধৈতা দওেয়া হয়ছে। আর প্রত্যকে নামাযইে পবত্রিতা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তি তাদরে অনুরূপ।

পঞ্চম অবস্থা: যার ইঙ্গতি প্রদান করা হয়ছে এই বক্তব্যরে মাধ্যম: অথবা ওয়াক্ত জানতে অক্ষমরে জন্য। যমেন: অন্ধ ব্যক্তি অথবা ভূগর্ভে আটক ব্যক্তি। ইমাম আহমদ এর ইঙ্গতি দয়িছেনে। আর-রঈিআয়াহ গ্রন্থকার এটি উল্লখে করছেনে। আল-ইনসাফ প্রণতোও এতে সীমতি থকেছেনে।

ষষ্ঠ অবস্থা: ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারী ও তার অনুরূপ ব্যক্তি। যমেন: অনবরত পশোব-ঝরা রোগী, কংিবা সর্বদা কামরস নর্িগত

হওয়া রোগী কিংবা সর্বদা নাক থকেে রক্ত পড়ে এমন ও অনুরূপ রোগী। কারণ হামনা রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হাদীসে আছে, তনিি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্তহিাযার ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করলনে তখন নবীজী তাকে বললনে: "তোমার যদি সক্ষমতা থাকে তাহলে যোহর পছিয়িে এবং আসর এগয়িে এনে গোসল করে উভয় নামায একত্রে পড়বে। তারপর মাগরবি পছিয়িে এবং এশা এগয়িে এনে গোসল করে দুই নামায একত্রে পড়বে।"[ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তরিমযিী হাদীসটি বর্ণনা করনে এবং সহহি বলে গণ্য করনে] যে ব্যক্তরি অনবরত পশোব ঝরে বা যার অবস্থা এমন, সওে একই হুকুমরে অন্তর্ভুক্ত হবে।

সপ্তম ও অষ্টম অবস্থা: যে ব্যক্তরি এমন ব্যস্ততা বা ওজর আছে যার দরুন জুমার নামায ও জামাতরে সাথে নামায ত্যাগ করা বধৈ হয়ে যায়। যমেন: নজিরে জীবন, সম্মান বা সম্পদ হানরি আশঙ্কাকারী। অথবা নামায একত্রে না পড়লে যার জীবকিা ক্ষতগ্রিস্ত হবে যে জীবকিা তার একান্ত প্রয়োজন।'

এই সমস্ত ওজর যোহর ও আসর এবং মাগরবি ও এশার নামায একত্রে পড়ার বধৈতা প্রদান করে।

আর মাগরবি ও এশার নামায একত্রে পড়ার বধৈতা দয়ে এমন বশিষে ছয়টি ওজর রয়ছে, সগেুলোর ববিরণ দয়িে তনিি বলনে:

'দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে এমন বৃষ্টরি কারণে যা কাপড়, জুতা কংিবা শরীর ভজিয়িে দয়ে এবং যা কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। বুখারী তার সনদে বর্ণনা করনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃষ্টমিুখর রাতে মাগরবি ও এশার নামায একত্রে পড়নে। আবু বকর, উমর ও উসমানও অনুরূপ করনে। শশিরি পড়লে কংিবা কাপড় ভজিে না এমন হালকা বৃষ্টি হলে; মাযহাব অনুসারে নামায একত্রতি করা জায়যে নয়; কনেনা সটেি কষ্টদায়ক নয়।

তুষারপাত ও শীতরে কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে আছে; তবে দুই যোহররে নামায নয়। যহেতেু এগুলো বৃষ্টরি হুকুমে পড়ে।

হমিশলৈ জমার কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে। কারণ হমিশলৈ জমে তীব্র শীতরে কারণে। এছাড়া কাদা ও তীব্র শীতল বায়ুপ্রবাহরে কারণে দুই এশার নামায একত্রে পড়া জায়যে। আল-মাইমূনীর বর্ণনায় ইমাম আহমদ বলনে: 'ইবনে উমর শীতল রাতে দুই নামায একত্রে পড়তনে।' একাধকি ব্যক্তি যোগ করনে: 'রাতরে বলোয়'। আল-মাযহাবে, আল-মুস্তাওইবে এবং আল-কাফীতে আরকেটু বাড়ান: 'অন্ধকার থাকলে।' কাযী বলনে: আর যখন শীতরে কারণে জামাত ছড়েে দয়োর বষিয়টি এসছেে তখন তাতে কাদা-পানরি প্রতওি ইঙ্গতি রয়ছে। কারণ শীতরে কষ্ট কাদা-পানরি কষ্টরে চয়েে বশেি নয়। এর দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদনিায় কোনো প্রকার ভীতি ও বৃষ্টি ছাড়াই দুই নামায একত্রে পড়ছেনে। এ হাদসিকে কাদা-পানি ছাড়া অন্য কোনো কারণে ব্যাখ্যা করার উপায় নইে। অর্থাৎ অসুস্থতা না থাকা অবস্থায়।

কাযী বলনে: আর এটি (হাদীসটকিে কাদা-পানরি উপর ব্যাখ্যা করা) ওজর ছাড়া বা মানসূখ (রহতি) হসিবে ব্যাখ্যা করার চয়েে অধকি যুক্তযিুক্ত। কারণ এভাবে ব্যাখ্যায় অতরিক্তি তথ্য আছ। সুতরাং এই সমস্ত ওজর থাকা অবস্থায় একত্রে নামায পড়া বধৈ। এমনকি যে তার নজিরে ঘরে নামায পড়ে তার জন্য অথবা যে ব্যক্তি এমন মসজদিে নামায পড়ে যার পথ ছাউনযিুক্ত অথবা যে ব্যক্তি মসজদিইে থাকে অথবা অনুরূপ যে কোনো ব্যক্তরি (যমেন কারো বাড়ি থকেে মসজদি যদি মাত্র কয়কে কদমরে দূরত্ব হয় এবং সখোনে যতেে তার সামান্য সময় লাগ) জন্য একত্র করা বধৈ হব। যদওি তাকে সামান্য কষ্টই স্পর্শ কর। কারণ সাধারণ রুখসত (ছাড়) এর ক্ষত্রেে কষ্টরে অস্তত্বি থাকা এবং না থাকা উভয়ই সমান, যমেন সফররে ক্ষত্রে। আর এই ছাড় কবেল মাগরবি ও এশার জন্য নর্দিষ্টি করা হয়ছে, কারণ এই দু'টি ছাড়া অন্য নামাযরে ক্ষত্রেে এই ছাড় উদ্ধৃত হয়নি। আর এই দুটরি কষ্ট অধকি যহেতেু এগুলো অন্ধকারে পড়া হয়। সফররে কষ্ট হলো পথচলার কারণে ও সঙ্গীদরেকে হারয়িে ফলোর কারণ। এখানে যা রয়ছেে তার বপিরীত।'[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ এই সমস্ত ওজররে কারণে কষ্ট হলে দুই যোহর একত্র করাও বধৈ মনে করার মতকে প্রাধান্য দয়িছেনে। তনিি বলনে:

'এই ব্যাপারে সঠকি মত হচ্ছ: এই সমস্ত ওজররে কারণে দুই যোহর (যোহর ও আসর) একত্র করা জায়যে; যমেনভাবে মাগরবি ও এশাকে একত্র করা জায়যে। হতেু হলো: কষ্ট। অতএব, রাতে বা দনিে কষ্ট পাওয়া গলেে একত্র করা জায়যে।'[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমতি' (৪/৩৯৩)]

তনিি বলনে: 'যখন তীব্র শীত পড়বে এবং এমন বায়ু প্রবাহতি হবে যা মানুষকে কষ্ট দয়ে, তখন মানুষরে জন্য যোহর ও আসর এবং মাগরবি ও এশা একত্রে পড়া জায়যে। কারণ সহহি মুসলমিে বর্ণতি হয়ছে: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদনিায় কোনো প্রকার ভীতি বা বৃষ্টি ছাড়া দুই নামায একত্রে পড়ছেনে। সকলে ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলনে: এর দ্বারা তাঁর উদ্দশ্যে কী ছলি? তনিি বলনে: যাতে তাঁর উম্মতরে জন্য কষ্টকর না হয়। এটি প্রমাণ করে যে দুই নামায একত্র করার মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা হচ্ছে মুসলমিদরে কষ্ট দূর করা। নতুবা একত্র করা জায়যে নয়। শীতে কষ্ট তখনই হবে যখন শীতরে সাথে বাতাস ও শত্যৈপ্রবাহ থাকব। যদি শীতরে সাথে বাতাস না থাকে তাহলে মানুষ বশেি জামা-কাপড় পরে শীত থকেে বঁচেে থাকতে পারবে এবং কষ্ট হবে না। তাই কউে যদি প্রশ্ন কর: শুধু তীব্র শীতরে কারণে কি দুই নামায একত্রে পড়া জায়যে? আমরা বলব: জায়যে নইে। তবে শর্ত হচ্ছে এর সাথে এমন শীতল বায়ু প্রবাহতি হবে যা মানুষকে কষ্ট দয়ে। অথবা এর সাথে যদি তুষার পড়। তুষার পড়লে নঃিসন্দহেে সটেি কষ্টদায়ক। এ অবস্থায় একত্রে পড়া যাব। নছিক শীত এমন কোনো ওজর নয় যা নামায একত্র করার বধৈতা দবি। যে ব্যক্তি কোনো শরয়ি ওজর ছাড়া দুই নামায একত্রে পড়বে সে পাপী। সে পররে যে নামাযটি পূর্বরে নামাযরে সাথে একত্রে পড়ছে সটেি সঠকি হয়নি এবং গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাকে পুনরায় সটেি পড়তে হব। আর যদি বলিম্বে একত্র কর, তাহলে প্রথম নামাযটি সে যথাসময়ে পড়নেি। এর জন্য সে পাপী হব। আমি এই মাসয়ালাটরি ব্যাপারে সতর্ক করতে চয়েছেলিাম।

কারণ কছিু মানুষ আমাকে জানয়িছে যে দুই রাত আগে তারা তীব্র শীতরে কারণে নামায একত্র করে পড়ছে, অথচ এমন কোনো বায়ুপ্রবাহ ছলি না যা মানুষদরে জন্য কষ্টকর ছলি। এভাবে একত্র করা তাদরে জন্য বধৈ নয়।'[লকিাউল বাবলি মাফতূহ (১/১৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।